প্রথম আলো

কওমি শিক্ষাসম্পর্কিত সরকারি নীতিমালা আলেমদের প্রত্যাখ্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম-সম্পর্কিত সরকারের প্রণীত খসড়া নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করেছেন শীর্ষস্থানীয় আলেমরা। এ নীতিমালা জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে বিল আকারে উত্থাপন করে পাস করানোর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। এ ধরনের কিছু হলে তা যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করারও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের (বেফাক) আহ্বানে গতকাল সোমবার রাজধানীর মালিবাগে শামসুল উলুম মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় আলেমদের বৈঠক থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। বৈঠকে দাবি করা হয়, খসড়া নীতিমালা কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি গভীর ষড়যন্ত্র।

বেফাকের সহসভাপতি আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে বৈঠকে বিভিন্ন মাদ্রাসার পরিচালক, আঞ্চলিক শিক্ষা বোর্ডের প্রধান ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠক থেকেই জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মুফতি মোহাম্মদ ওয়াক্কাসকে পুলিশ আটক করে।

বেফাকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সহসভাপতি নূর হোসাইন কাসেমী, মোস্তফা আজাদ, আঞ্চলিক বোর্ড তানজিমুল মাদারিসের সভাপতি মুফতি আবদুর রহমান, ইত্তেহাদুল মাদারিসের সভাপতি আবদুল হালিম বোখারি, চট্টগ্রামের পটিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুফতি আবদুল হালিম বোখারি, চট্টগ্রামের গহিরা মাদারিসের প্রধান সুলতান যওক নদভী, সিলেট আজাদ দ্বীনি এদারার সেক্রেটারি আবদুল বাসেত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুনিরুজ্জামান সিরাজী, মোহাম্মদপুর জামেয়া রাহমানিয়ার মাহফুজুল হক, চরমোনাই মাদ্রাসার নুরুল হুদা ফয়েজী, বড় কাটারার মোহাম্মদ তৈয়ব, হবিগঞ্জের নুরুল ইসলাম ওলিপুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার বেফাকের সভাপতি শাহ আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান করে ১৫ সদস্যের একটি কমিশন গঠন করেছিল। পরে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য এবং কমিশনে সরকারি চিন্তাধারা কওমি শিক্ষার ওপর সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে কমিটি থেকে আহমদ শফী পদত্যাগ করেন।